"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের চার্ট রাখো তবেই জানা যাবে যে আমরা এগিয়ে চলেছি নাকি পিছিয়ে যাচ্ছি, দেহ-অভিমান পিছিয়ে দেয়, দেহী-অভিমানী স্থিতি এগিয়ে যেতে সাহায্য করে"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগের আদিতে আসা আত্মা আর দেরীতে আসা আত্মার মধ্যে কি পার্থক্য থাকবে?

*উত্তরঃ - আদিতে আসা আত্মারা সুখের আকাঙ্খা রাখবে, কারণ সত্যযুগের আদিতে সনাতন ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করবে। দেরী করে আসা আত্মারা সুখ চাইতেই জানবে না, তারা শান্তি শান্তি চাইতে থাকবে। অসীম জগতের বাবার থেকে সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রত্যেকটি আত্মারই প্রাপ্ত হয়।

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। যখন ভগবানুবাচ বলা হয় তখন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণ আসে না। বুদ্ধিতে শিববাবায় আসেন। মূল কথা হলো বাবার পরিচয় দেওয়া কারণ বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমরা এ'ভাবে বলবে না যে আমরা হলাম শিববাবার ফলোয়ার্স। না, আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। সর্বদা নিজেদেরকে সন্তান মনে করো। আর কারোর এ কথা জানা নেই যে তিনি হলেন বাবা, টিচার, গুরুও। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যেও অনেকেই রয়েছে যারা ভুলে যায়। এ'কথা স্মরণে থাকলেও -- অহো, সৌভাগ্য! বাবাকে ভুলে যায় তারপর লৌকিক দেহের সম্বন্ধ স্মরণে চলে আসে। বাস্তবে তোমাদের বুদ্ধি থেকে আর সবকিছু বেরিয়ে যাওয়া উচিত। অদ্বিতীয় বাবাই যেন স্মরণে থাকে। তোমরা বলো -- ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা.... যদি অন্য কেউ স্মরণে আসে তাহলে এ'ভাবে বলবে না যে সদ্গতি তে যাচ্ছি, দেহ-অভিমানে থাকলে তো দুর্গতিই হয়, দেহী-অভিমানী হলে তখন সদ্গতি হয়। কখনো নীচে, কখনো উপরে ওঠানামা করতে থাকে। কখনো এগিয়ে যায়, কখনো পিছিয়ে পড়ে। দেহ অভিমান তো অনেক আসে, সেইজন্য বাবা সর্বদাই বলেন চার্ট রাখো তবেই জানতে পারবে যে আমরা এগিয়ে চলেছি নাকি পিছিয়ে পড়ছি। সবকিছুর ভিত স্মরণ উপরেই রয়েছে। উপর-নিচ হতেই থাকে। বাচ্চারা চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কান্নাকাটি করে -- বাবা এইরকম হয়। স্মরণ ভুলে যায়। দেহ-অভিমান এলেই পিছিয়ে পড়ে। কিছু না কিছু পাপ করে ফেলে। সবকিছুর ভিত স্মরণের উপরেই। স্মরণের দ্বারাই আয়ু বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য 'যোগ' শব্দটি হলো প্রসিদ্ধ। জ্ঞানের সাবজেক্ট তো অত্যন্ত সহজ। অনেকেই আছে যাদের জ্ঞানও নেই আবার যোগও নেই, অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। অনেকের দ্বারা মেহনত হয় না। পড়াশোনাতেও নম্বরের অনুক্রম তো হতেই থাকে। পড়াশোনার দ্বারাই বোঝা যায় যে এরা কতখানি আর কার কার সার্ভিস করে? সকলকেই শিববাবার পরিচয় দিতে হবে। তোমরা জানো অসীম জগতের উত্তরাধিকার একমাত্র অসীম জগতের বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয়। মুখ্য হলো মাতা-পিতা আর তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা। এ হলো ঈশ্বরীয় আত্মীয়তা(কুটুম্ব)। আর কারোর বুদ্ধিতে এ'কথা থাকবে না যে আমরা হলাম শিববাবার সন্তান। ওঁনার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। সেও তিনি হলেন নিরাকার শিববাবা, পরিচয়ই এভাবে ঝদাও। তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, তাঁকে সর্বব্যাপী কি'ভাবে বলবে? অবশ্যই, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? পবিত্র কিভাবে হবে? হতেই পারবে না। বাবা প্রতিমুহূর্তে বলেন -- মন্মনাভব, আমায় স্মরণ করো। আমায় কেউই জানে না। বাস্তবে শ্রীকৃষ্ণকেও সকলে জানে না। সেই ময়ূর মুকুটধারী এখানে কিভাবে আসবেন? এ হলো অতি উচ্চমর্গের জ্ঞান। উচ্চমার্গের জ্ঞানে অবশ্যই সামান্য অসুবিধা হবে। সহজ নামও রয়েছে। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়া তো সহজ, তাই না ! বাচ্চারা ডিফিকাল্ট কেন মনে করে? কারণ বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। বাবা বাচ্চাদেরকে দুর্গতি এবং সদগতির রহস্যও বুঝিয়েছেন। এই সময় সকলেই দুর্গতিতে রয়েছে, মানুষের মত দুর্গতিতে নিয়ে যায়। এ হলো ঈশ্বরীয় মত। সেইজন্য বাবা কনট্রাস্ট তৈরি করেন। প্রত্যেক মানুষই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করুক যে আমরা নরকবাসী নাকি স্বর্গবাসী ? এখন সত্যযুগ আছে কি? কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না। সত্যযুগকেও কল্পনা মনে করে। অনেক মত রয়েছে, অনেক মতের জন্যই দুর্গতি হয়। এক মতে সদ্গতি হয়। এ তো অত্যন্ত ভালো স্লোগান -- মানুষ, মানুষকে দুর্গতিতে নিয়ে যায়, একমাত্র ঈশ্বরই সকলকে সদগতি প্রদান করেন। তাহলে তোমরা তো শুভ কথাই বলো, তাই না ! বাবার মহিমা করো। তিনি হলেন সকলের পিতা, সকলের সদ্গতি সাধন করেন। বাবা বাচ্চাদের অনেক বুঝিয়েছেন যে অবশ্যই প্রভাত ফেরী বের করো। বলো, হেভেনলি গড ফাদার আমাদের এই পদ প্রাপ্ত করাচ্ছেন, এখন নরকের অন্তিম সময় আসছে। বোঝাতে মেহনত তো করতে হয়। এরোপ্লেন থেকে প্রচারপত্র ফেলতে পারো। আমরা তো অদ্বিতীয় বাবারই মহিমা করে থাকি, তিনি হলেন সকলের সদগতি দাতা। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে সদগতি দিয়ে থাকি। তারপর তোমাদের দুর্গতি দেয় কে? বলা হয়ে থাকে অর্ধেক কল্প হলো হেভেন, তারপর হলো হেল। রাবণ রাজ্য মানেই আসুরী রাজ্য, নিচেই পড়তে থাকে -- রাবণের উল্টো মতানুসারে।

পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবাই, আমরা বাবার কাছ থেকে বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। এই শরীরের থেকেও মোহ বের করে দিতে হবে। যদি হংস এবং বক একসাথে থাকে তাহলে মোহ কিভাবে বেরোবে? প্রত্যেকের সারকমস্টেন্স (পরিস্থিতি) দেখা হয়ে থাকে। হিম্মত থাকলে নিজের শরীর নির্বাহ নিজেই করতে পারো তাহলে আবার বেশি ঝামেলায় কেন আটকে পড়ো ? পেট অনেক কিছু খায় না, ব্যস্ দুটো রুটি খাও আর কোনো চিন্তা নেই। তবুও নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করে নেওয়া উচিত যে বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, যারফলে সমস্ত বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে কাজকর্ম করবে না। কাজকর্ম না করলে তখন টাকা পয়সা কোথা থেকে আসবে? ভিক্ষা তো চাইবে না। এ হলো ঘর, শিববাবার ভান্ডারা থেকে ভোজন করে। যদি সার্ভিস না করে তাহলে তো ক্রিতে খায়, তাহলে ভিক্ষার উপরেই চলে। ২১ জন্ম পুনরায় সার্ভিস করতে হবে। রাজা থেকে ফকির পর্যন্ত সকলেই এখানে রয়েছে, ওখানেও আছে কিন্তু ওখানে সদাই সুখ রয়েছে, এখানে সদাই রয়েছে দুঃখ। পজিশন (পদমর্যাদা) তো থাকে, তাই না ! বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ রাখতে হবে। সার্ভিস করতে হবে। হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো যে, আমরা যজ্ঞে কতখানি সেবা করি ? বলা হয়ে থাকে যে ঈশ্বরের কাছে সমস্ত হিসাব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা রয়েছে। তা সাক্ষী হয়ে দেখা হয় যে এই চালচলনের দ্বারা কোন্ পদ পাবে? এও বুঝতে পারে যে শ্রীমৎ অনুসারে চললে কত উঁচু পদ পাবে, না চললে কত কম পদ হয়ে যায়। এ'সব হলো বোঝার মতন কথা। তোমাদের কাছে প্রদর্শনীতে যখন কোনো ধর্মাবলম্বীরা আসে তখন তাদের বলো অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অসীম জগতের বাবাই হলেন শান্তি দাতা। ওঁনাকেই বলা হয় শান্তি দেবা। এখন কোনো জড় চিত্র থোড়াই শান্তি দিতে পারবে? বাবা বলেন তোমাদের স্বধর্মই হলো শান্ত। তোমরা শান্তিধামে যেতে চাও। তোমরা বলো -- শিববাবা শান্তি দাও, তাহলে বাবা কেন দেবেন না ? বাবা কি বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দেবেন না? বলা হয় শিববাবা সুখ দাও। তিনি তো হলেন হেভেনের স্থাপনাকার, তাহলে সুখ কেন দেবেন না ? ওঁনাকে স্মরণই করবে না, ওঁনার কাছে চাইবেই না, তাহলে তিনি দেবেন কি? শান্তির সাগর হলেন বাবা-ই, তাই না ! তোমরা সুখ চাও, বাবা বলেন শান্তির পরে আবার সুখে আসতে হবে। সর্বপ্রথমে যারা আসবে তারা সুখ পাবে। দেরী করে আগতরা সুখ চাইতে জানবেই না। তারা মুক্তিই চাইবে। প্রথমে সকলেই মুক্তিতে যাবে। সেখানে তো দুঃখ থাকবেই না। তোমরা তো জানো যে আমরা মুক্তিধামে গিয়ে তারপর জীবন মুক্তিতে আসবো। বাকি সকলেই মুক্তিতে চলে যাবে, একে কেয়ামতের সময় (বিনাশের দিন) বলা হয়। সকলের হিসেব-নিকেশ মিটে যাবে, পশুদেরও হিসেব-নিকেশ হয়, তাই না! কেউ কেউ রাজাদের কাছে থাকে, তাদের কত ভালোভাবে প্রতিপালন হয়। রেসের ঘোড়ার কতো ভালোভাবে দেখাশোনা হয় কারণ ঘোড়া তীব্র গতিসম্পন্ন হলে তখন উপার্জনও ভালো হবে। ধনীরা অবশ্যই ভালবাসবে। এও ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত। ওখানে এ'সব হয়ই না। এই রেস ইত্যাদি পরে শুরু হয়েছে। সমগ্র এই খেলা হলো পূর্ব নির্ধারিত। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকেও তোমরা জেনে গেছো। আদিতে অতি অল্প মানুষজন থাকবে। আমরা বিশ্বে রাজ্য করতে থাকবো। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমরা হতে পারবো কি পারবো না? আমরা কি অনেকের কল্যাণ সাধন করি? এর উপরেই মেহনত করতে হবে যখন বাবাকে পাওয়া গেছে। দুনিয়ার মানুষ তো পরস্পরের সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বিনাশের জন্য কি কি সব তৈরী করতে থাকে? এমন এমন বোমা বানায়, যার দ্বারা আগুন লেগে যাবে। থোড়াই দুনিয়ায় আগুন কমকিছু কি লাগবে ! না তা নয়। নেভানোর কেউ থাকবে না। অগণিত বোমা বানাতেই থাকে। তাতে গ্যাস, পয়জন (বিষ) ইত্যাদি ঢেলে দেয়, যাতে হাওয়া চললেই সবকিছু শেষ হয়ে যায়। মৃত্যু তো সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেইজন্য বাবা বলেন -- উত্তরাধিকার নিতে হলে নিয়ে নাও। মেহনত করো। অত্যধিক কাজকর্মাদির মধ্যে যেওনা। কত চিন্তা করতে হয়। বাবা তো এঁনার (চিন্তা) ছাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন এ হলো ছিঃ-ছিঃ (খারাপ) দুনিয়া। বাচ্চারা তোমাদের তো বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যাতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায় আর বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নিতে পারো। অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখলেই হৃদয় আনন্দে ভরে যায়। এঁনারাই হলো আমাদের এইম অবজেক্ট। অবশ্যই পূজা করতাম কিন্তু এ'কথা থোড়াই জানা ছিল যে আমরা এরকম হতে পারি। কাল পূজারী ছিলাম, আজ পূজ্য হতে চলেছি। বাবা এসেছেন তাই পুজো করা ছেড়ে দিয়েছি। বাবা বিনাশের এবং স্থাপনার সাক্ষাৎকার করিয়েছেন, তাই না ! আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। এই সমস্তকিছুই শেষ হয়ে যাবে, তাহলে আমরা কেন না বাবাকেই স্মরণ করি? ভিতরে একজনের মহিমা কীর্তনই হতে থাকে -- বাবা, তুমি কত মিষ্টি।

তোমরা জানো যে আমাদের অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের বাবা হলেন সেই একজনই। ওঁনার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আমরা ভক্তিমার্গে ওঁনাকে স্মরণ করতাম, তিনি পরমধামে নিবাস করেন, সেইজন্য তো ওঁনার চিত্রও রয়েছে। যদি না আসতেন তাহলে চিত্র কেন তৈরি হবে ? শিব-জয়ন্তীও পালন করা হয়। ওঁনাকে বলাই হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা। এছাড়া তো সকলকেই মানুষ অথবা দেবতা বলা হয়ে থাকে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, পরে অন্যান্য ধর্ম আসে। তাহলে এমন বাবাকে কত প্রেমপূর্বক স্মরণ করা উচিত। ভক্তিমার্গে তো প্রচুর কান্নাকাটি করে, অর্থ কিছুই

জানে না। যে-ই আসে মহিমা করতে থাকে। অনেক স্তুতি আছে। বাবার স্তুতি কিভাবে করবে? তুমিই হলে কৃষ্ণ, তুমিই হলে ব্যাস, তুমিই হলে অমুক.... এ তো গ্লানি করাই হলো। বাবার কত অপকার করে। বাবা বলেন ড্রামা অনুসারে এরা সকলেই আমার অপকার করে, তারপর আমি এসে সকলের উপকার, সকলের সদগতি করি। আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে। এটাই হলো হার-জিতের খেলা। এ হলো ৫ হাজার বছরের পূর্বনির্ধারিত ড্রামা, এতে সামান্যতমও অন্তর হতে পারে না। এই ড্রামার রহস্য বাবা ব্যতীত কেউই বোঝাতে পারে না। মানুষের মত প্রচুর বেরোতে থাকে। দেবতাদের মত তো পাওয়া যায় না। বাকি হলো মানুষের মত। প্রত্যেকেই নিজেদের বুদ্ধি বের করতে থাকে। এখন তোমাদের আর কাউকেই স্মরণ করতে হবে না। আত্মা কেবল নিজের বাবাকেই স্মরণ করতে থাকে। মেহনত করতে হবে। যেমন ভক্তেরাও মেহনত করে, তাই না ! অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তি করে। যেমন ও'টা হলো ভক্তি, আর তোমাদের হলো জ্ঞানের পরিশ্রম। ভক্তিতেও কম পরিশ্রম করে কি ? গুরুরা বলে -- রোজ ১০০ মালা জপ করো, তখন কুঠুরিতে বসে পড়ে। মালা জপ করতে করতে ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে যায়। অনেকেই রয়েছে যারা রাম-রাম সুরে গাইতে থাকে, এখানে তো তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করতে হবে। বাবা হলেন কত মধুর থেকেও মধুর। তিনি কেবল বলেন আমায় স্মরণ করো আর দৈবীগুণ ধারণ করো। নিজে করবে তবেই তো অন্যদের রাস্তা বলে দেবে। বাবার মতন মিষ্টি আর কেউই হতে পারে না। কল্প পরে তোমরা মিষ্টি বাবাকে পাও। তারপর জানা নেই, এ'রকম মিষ্টি বাবাকে কেন ভুলে যাও ! বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা তাহলে তোমরাও অবশ্যই স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। তাহলে জং নিষ্কাশনের জন্য বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণ না করার এমন কোন্ অসুবিধা রয়েছে, কারণ বলো ! বাবাকে স্মরণ করা কি ডিফিকাল্ট? আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি লাকি নক্ষত্রদের প্রতি মাতা-পিতা বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম অবশ্যই করো কিন্তু টু মাচ্ ঝামেলায় আটকে পড়ো না। কাজকর্মাদির এমন চিন্তা যেন না থাকে যে বাবার স্মরণই ভুলে যাও।

২) অনেক মানুষের মত ত্যাগ করে অদ্বিতীয় বাবার মতেই চলতে হবে। অদ্বিতীয় বাবার মহিমাই গাইতে হবে। একমাত্র বাবাকেই ভালোবাসতে হবে, বাকি সকলের থেকে মোহ নিষ্কাশিত করে দিতে হবে।

বরদানঃ- অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা পুরানো সংস্কারের আঘাত থেকে সুরক্ষিত থাকা মাস্টার নলেজফুল ভব

পুরানো সংস্কারের কারণে সেবায় অথবা সম্বন্ধ সম্পর্কে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। সংস্কারই বিভিন্ন রূপে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। যেখানে কোনো দিকের আকর্ষণ রয়েছে সেখানে বৈরাগ্য থাকতে পারে না। সংস্কারের লুকানো অংশও যদি থাকে, তখন তা সময়ানুসারে বংশের (বিশাল) রূপ ধারণ করে, পরবশ করে দেয়। সেইজন্য নলেজফুল হয়ে, অসীম জগতের বৈরাগ্যবৃত্তির দ্বারা পুরানো সংস্কারগুলি, সম্বন্ধগুলি, পদার্থগুলির (বস্তুর) আঘাত থেকে মুক্ত হও, তবেই সুরক্ষিত থাকবে।

স্লোগানঃ- মায়ার থেকে নির্ভীক হও আর পারস্পরিক সম্পর্কে নির্মাণ (বিনম্র) হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;